

হরিনাম দীক্ষার দার্শনিক (লিখিত) পরীক্ষা

১. সদগুরুদেবের যোগ্যতাসমূহ কি কি? এটা বলা হয়ে থাকে যে একজন সদগুরুদেবের নিকট থেকে হরিনাম দীক্ষা গ্রহণ করার পর পরবর্তী মন্ত্রসমূহ একই গুরুদেবের (যতদিন পর্যন্ত তিনি এই জগতে উপস্থিত থাকেন) নিকট থেকে গ্রহণ করতে হয় এবং অন্য গুরুদেবের কাছ থেকে পরবর্তী দীক্ষাসমূহ গ্রহণ করা মহা অপরাধ। আপনি কি তা বিশ্বাস করেন?
২. শ্রীগুরুদেবকে ভগবানের মতো পূজা করা হয় কেন। গুরুদেব কি ভগবান? একজন সদগুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শিষ্যের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজেকে কি ভাবে দেখেন?
৩. আপনি কি বিশ্বাস করেন যে শ্রীগুরুদেব 'পরম সত্যের' কথা বলেন? এটি কিভাবে সম্ভব যে আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছেন, শ্রীগুরুদেব আজও সেই একই তথ্য আমাদের কাছে পুনরায় উপস্থাপন করছেন?
৪. কোন পরিস্থিতিতে গুরুত্যাগ করা উচিত?
৫. একজন শিষ্যের যোগ্যতা এবং দায়িত্বসমূহ কি কি?
৬. আপনি কি “জিবিসি সিদ্ধান্ত ৩০৩/২০১৩ঃ শ্রীল প্রভুপাদের অবস্থান সম্পর্কে জিবিসি বিবৃতি” পড়েছেন? ইস্কনে শ্রীল প্রভুপাদের অনন্য পদমর্যাদা কি? ইস্কনের 'প্রতিষ্ঠাতা আচার্য' এবং তাঁর সমস্ত অনুগামীদের জন্য 'প্রধান শিক্ষাগুরু' হিসেবে কেন শ্রীল প্রভুপাদকে সম্মানিত করা হয়? বলা হয়েছে যে, দীক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি গুরুপরম্পরার সঙ্গে যুক্ত হন। আপনি কি শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশনা অনুযায়ী সেবা করতে দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ? কেন?
৭. শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান বলে গ্রহণ করেন কেন? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নামের কিছু মহিমা বর্ণনা করুন।
৮. চারটি বিধিবদ্ধ নিয়ম কি কি? কেন আমরা এই চারটি বিধিবদ্ধ নিয়ম পালন করি?

৯. অন্যান্য পুণ্যকর্মের পরিবর্তে আমরা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করি কেন? হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করা এবং অন্যান্য পুণ্যকর্মের মধ্যে পার্থক্য কি?
১০. জিবিসি অর্থ কি? জিবিসি মন্ডলীর পদ ও দায়িত্ব কি?
১১. দেহ ও আত্মার মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।
১২. ইস্কন কি? কেন ইস্কনের আশ্রয়ে থাকা উচিত?
১৩. বলা হয়ে থাকে যে, হরিনাম দীক্ষা গ্রহণের সময় থেকে শিষ্যকে তাঁর গুরুদেবের নির্দেশ এই জীবনে এমন কি জন্ম জন্মান্তর ধরে পালন করতে হবে। আপনি কি তা বিশ্বাস করেন? গুরুগ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা আছে কি? কেন?
১৪. যদি কেউ ভাবেন যে তিনি পাপকর্ম করবেন এবং সেই পাপের ফল থেকে মুক্ত থাকতে হরিনাম করবেন, এটি কি তাঁকে পাপকর্মের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত করবে? কেন?
১৫. বলা হয়েছে যে, দীক্ষাগ্রহণের পর শিষ্য গুরুদেবকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন আন্দোলন প্রচারে সাহায্য করবে। আপনি কি তা করতে রাজী? তা করতে গিয়ে ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের কাছে জোর করে ভগবানের দিব্য নামের মহিমা প্রচার করা কি উচিত? ব্যাখ্যা করুন।
১৬. দীক্ষাগ্রহণের পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগুরুদেবের প্রতি সেবা এবং শরণাগতি বৃদ্ধি করতে শিষ্যের কি করা কর্তব্য? যদি অনেক সেবার দায়িত্ব থাকে, দীক্ষাগ্রহণের পর শিষ্যের ষোল মালার কম জপ করলেও চলবে কি? যদি ষোল মালা জপ সম্পূর্ণ না হয়, তবে কি করা উচিত?
১৭. আপনি কি “ইস্কন কর্তৃপক্ষ ধারার সংহতি সাধন” নিবন্ধটি পড়েছেন? “ইস্কন কর্তৃপক্ষ ধারার সংহতি সাধন” নিবন্ধটি পড়ে কোন বিষয়টি আপনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বুঝতে পেরেছেন?
১৮. দশবিধ নামাপরাধ ব্যাখ্যা করুন।